যুগান্তর

তারিখ ...29-OCT 2008

পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ১

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে বিলম্ব

আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষেও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো যাইবে না বলিয়া প্রকাশিত খবর উদ্বেগজনক। শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন হইতে শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোনিবেশ করিবে, উহাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশে বৎসর বৎসর উহার বিপরীতটিই ঘটিয়া থাকে। পাঠ্যপুস্তক পাইতে পাইতে বৎসরের অর্ধেক সময় চলিয়া যাইবার নজিরও বিরল নহে। বইয়ের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া উদ্বিগ্ন অভিভাবকের পকেট হাতাইয়া লইবার ঘটনাও ঘটিয়াছে বাংলাদেশে। 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র' সংযোজনের কারণে মাধ্যমিক স্তরের ৯০টি বইয়ের মধ্যে ৭৯টি নূতন করিয়া ছাপা হইতেছে এইবার। যেই কারণে পুরাতন পুস্তক দিয়া পড়াশোনা চালাইবার সুযোগ এই বৎসর নাই বলিলেও চলে। এই পরিস্থিতিতে আগামী শিক্ষাবর্ষের বই ছাপিবার ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অতিরিক্ত সতর্কতাই কাম্য ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত চাহিদার ২৫ ভাগ মাত্র কাগজ বোর্ডের কাছে পৌঁছিবার খবর হতাশাজনক। এই কাগজ প্রকাশকদের কাছে যাইবে, উহার পরে ছাপিবার কাজ সম্পন্ন করিয়া শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক দিতে লাগিয়া যাইবে আরও দীর্ঘসময়। বিষয়টি 'মন্ত্রণালয়কে অবহিত' করিবার মধ্য দিয়াই এনসিটিবির দায় শেষ হইতে পারে না। পাঠ্যপুস্তক ছাপা প্রক্রিয়ায় এই দীর্ঘসূত্রতার জন্য বোর্ডের কিছু কর্মকর্তার সহিত প্রকাশকদের একাংশ জড়িত থাকিবার যেই তথ্য যুগান্তরে প্রকাশ হইয়াছে, উহা খতাইয়া দেখা জরুরি। পাঠ্যপুস্তক ছাপার ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কাজ লইয়া যাচ্ছেতাই মানিয়া লওয়া যায় না। সিন্ডিকেটের হাত আইনের হাত অপেক্ষা লম্বা হইতে পারে না। পরপর দুই বৎসর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অস্থিরতার পর দেশ এখন স্থিতিশীলতার দিকে যাইতেছে। কেহই চাহিবে না পাঠ্যপুস্তক লইয়া জনগণের মধ্যে নূতন করিয়া উত্তাপ ছড়াইয়া পড়ুক। ভালো হয় পাঠ্যপুস্তক লইয়া এই বাৎসরিক বিঘ্ন চিরতরে দূর করিতে পারিলে। ছাপার যেই প্রক্রিয়া অক্টোবর-নভেম্বরে আরম্ভ হয়, উহা আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আগাইয়া নিলে ক্ষতি কী? পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের টেন্ডারে শর্ত শিথিল করায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকাশকগণ বঞ্চিত হইবার অভিযোগও আমলে লইতে হইবে। প্রকৃত পুস্তক ব্যবসায়ীরা যাহাতে মৌসুমী প্রকাশকগণের দাপটে ছিটকাইয়া না পড়েন, উহা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব এনসিটিবির। সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে 'ডোনেশন' দিয়া অননুমোদিত ও নিম্নমানের ব্যাকরণ ও দ্রুতপঠন বই গছাইবার যেই অপচেষ্টা এক শ্রেণীর প্রকাশক চালাইয়া থাকেন, উহাও রোধ করিতে হইবে। মনোযোগ দিতে হইবে ছাপা ও কাগজের মান রক্ষা এবং পৃষ্ঠাসজ্জার উৎকর্ষের প্রতিও। চলতি বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা পয়সা দিয়া নিম্নমানের বই কিনিতে বাধ্য হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনার মানও ক্রমে নামিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভুল শিক্ষা দিবার মাশুল চড়া হইতে বাধ্য। এই বৎসর উহার পুনরাবৃত্তি কাম্য নহে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদন ও অলঙ্করণে দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করা হইবে বলিয়া প্রত্যাশা। স্বল্প আয়ের এই দেশে পাঠ্যপুস্তকের দামও রাখিতে হইবে সাধারণ মানুষের নাগালে। আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক ছাপায় বিলম্বের আশঙ্কা দূর করিবার সময় এখনও ফুরাইয়া যায় নাই। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ আন্তরিক হইলেই উহা সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।